R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে আশ্বিন বুধবার, ১৪০৫ সাল।
৭ই অক্টোবর, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

মহকুমা হেলথ অফিসে দশ বছরের উপর অফিসার না থাকায় কর্মীদের পোয়াবারো

রঘুনাথগঞ্জ ঃ পুরোনো হাসপাতাল উঠে যাবার পর সেটি রূপান্তরিত হয় মহকুমা হেলথ অফিসে। প্রায় দশ বছর আগে ডাঃ অশোক ব্যানার্জী চলে যাবার পর এখানে আর কোন নতুন হেলথ অফিসার আসেননি। তখন থেকেই জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার চার্জে রয়েছেন। কিন্তু তাঁকেও খুব একটা ঐ অফিসে যেতে দেখা যায় না। বর্তমানে মাঝে মধ্যে লেপারোস্কেমী অপারেশন ক্যাম্প ছাড়া অন্য কোন কাজে দপ্তরটিকে ব্যবহৃত হতেও দেখা যায় না। ওখানে কর্মচারী আছেন একজন ইউডিসি যিনি হেড ক্লার্কের কাজ করেন। তাঁকে বেলা তিনটের আগে অফিসে দেখা যায় না। একজন এলডিসি, তিনজন হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট, একজন হেলথ ইন্সপেক্টর, একজন পিওন ও দু'জন জিডিএ। আগে ম্যালেরিয়ার রক্ত বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে নিয়ে পরীক্ষার যে টিম ছিল তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজানগর হেলথ সেন্টারে বলে খবর। গ্রামেগঞ্জে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিলেও কাউকে এ অফিসে তৎপর হতে বা খোঁজ খবর নিতে দেখা যায় না। খোঁজ করতে এসেও কাউকে পাওয়া যায় না। পত্রিকা অফিস থেকে অফিস টাইমে কয়েকদিন ফোন করেও কারো সাড়া পাওয়া যায়নি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ঐ অফিসে কোন কর্মীই কাজে যান না, কিন্তু মাসে মাসে বেতন নেন। তবে অফিসের বারান্দায় দেখা যায় একদল লোককে তাসের আড্ডায় মশগুল হয়ে থাকতে। সরকারী কোয়ার্টারগুলি কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সপরিবারে বসবাস করছেন। হেলথ অফিসারের বাংলোটি এখন পোড়ো একটি দোতলা বাড়ী। এখানে নানা অসামাজিক কাজ চলে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। তবে রাতে উজ্জ্বল (৩য় পৃষ্ঠায়)

এবারের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির সরকারী পরিসংখ্যান,

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাম্প্রতিক বন্যায় ২৮ এবং ডাইরিয়ায় ১০০-র কিছু বেশী লোক মারা গেছেন। ব্লকওয়ারী জমির ক্ষয়ক্ষতিতে ফরাক্কা ব্লকে ১৮৩৬'৫ হেক্টর। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকে ৩০২৯'০ হেক্টর, সুতী ১—৭৬৫'০ হেক্টর, সুতী ২—৭১৭৫'০ হেক্টর, সমসেরগঞ্জ ব্লকে ৩০২৯'০ হেক্টর। বন্যার প্রকোপে মহকুমার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ—ফরাক্কা ব্লক ১,১০,০০০। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লক ১,২৫,০০০। সুতী ১ ব্লকে ৫০,০০০। সুতী ২ ব্লকে ১,৫০,০০০। সামসেরগঞ্জ ব্লকে ১,৫১,০০০। ধুলিয়ান পুর এলাকায় ৮৫,০০০। জঙ্গিপুর পুর এলাকায় ২,৫০০। ঘরবাড়ী হারিয়ে গ্রামে ফিরে যাবার কোন উপায় নাই এমন প্রায় ৩০০ পরিবার ৩৪নং জাতীয় সড়কের ধারে, ধুলিয়ান উঃ বালিকা বিদ্যালয় ও হাই মাদ্রাসায় এবং সুতী ২ ব্লকের দু' তিনটি প্রাইমারী স্কুলে আশ্রয় নিয়ে আছেন। গৃহহারা মানুষদের ক্ষয়ক্ষতি নির্দ্ধারণ করতে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ব্লকের লোক ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান তৈরী করছেন। ৫ অক্টোবরের মধ্যে তথ্য জমা পড়ার কথা। এরপর গৃহহারাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকার চিন্তা ভাবনা করবেন। এক সাক্ষাতকারে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক এই খবর দেন। তিনি আরও জানান ১৪,০০০ ত্রিপল যথারীতি বণ্টন করা হয়েছে। আরও ত্রিপল আসছে। চালও প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে।

বন্যাত্রাণ ও চিকিৎসা অব্যাহত গতিতে চলছে

বন্যার জল সরে যাবার পর পুজোর আগে মানুষের বস্ত্র ও চিকিৎসার প্রয়োজন প্রকট-ভাবে দেখা দেয়। গত ২৭ সেপ্টেম্বর জঙ্গীপুর ব্রীক ফিল্ড ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের জোতকমল হাই স্কুলে একটি ত্রাণশিবির খোলা হয়। শিবিরে ঐ ব্লকের বানভাসি মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়া গত ৪ অক্টোবর ঐ ব্লকেরই বড়শিমুল গ্রাম পঞ্চায়েতের খোদারামপুরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি মেডিকেল ক্যাম্প খোলা হয় বলে জঙ্গিপুরের বিধায়ক হবিবুর রহমান জানান। ঐ ক্যাম্পে ডাইরিয়া ও আন্ত্রিকের রোগীদের চিকিৎসা ও ওষুধপত্র দেওয়া হয়। ক্যাম্প পরিচালনা করেন জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর মুখার্জী ও তেঘরী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার এস মল্লিক। ক্যাম্পে মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন যথাসাধ্য সহযোগিতা করে বলে হবিবুর রহমান জানান। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের (৩য় পৃষ্ঠায়)

দুষ্কৃতিদের বেপরোয়া অত্যাচারে পথচারীদের নাজেহাল অবস্থা

আহিরণ : সুতী থানার বংশবাটী ও আশপাশ বেশ কিছু গ্রাম ফরাক্কা ফিডার ক্যানেলের জলে দীর্ঘ ২৫ বছর থেকে একটা দ্বীপের চেহারা নিয়েছে। এর ফলে এখানকার মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা পদে পদে বাধা পাচ্ছে। সড়কপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ঘোরা পথে বংশবাটী থেকে হিলোড়া, জাজিগ্রাম, হিয়াতনগর, মিত্রপুর, বাড়ালা হয়ে রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা পর্যন্ত সম্প্রতি একটি ট্রেকার চলায় ঐ (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
ধাজলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে আশ্বিন বুধবার, ১৪০৫ সাল।

মহাপূজা সমাপ্ত

শক্তির জন্য মাতৃ-আরাধনা। রাবণ-বধের নিমিত্ত দেবীর অনুগ্রহ-শক্তি লাভের জন্য শ্রীরামচন্দ্র দেবীর অকালবোধন করেন এবং তাঁহার আরাধনা করিয়া তিনি রাক্ষসবধে সমর্থ হন।

স্মরণাতীতকালে বহির্ভারতে নানাস্থানে বিশেষতঃ ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে মাতৃ-সাধনার ব্যবস্থা ছিল। মাতৃজাতির প্রতিষ্ঠা-স্থাপনে মানুষ যে উন্মুখ ছিল, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়া অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠা লক্ষিত হয়। যখনই অশুভ শক্তি আত্ম-প্রকাশ করে, তখন তাহার বিনাশের জন্য 'দেবি, প্রপন্নার্তিহরে, প্রসীদ' বলিয়া শুভ-শক্তির উদ্বোধন ঘটান হয়। দেবতাদের এক এক শক্তি সম্মিলিত হইয়া যে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা একদিকে যেমন মানুষের আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। সমাজের সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা দূর করিয়া সুস্থসবল সমাজ-জীবনের অনুভবে উন্নত জাতিগঠনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের ব্যাপারে একই কথা। যে সব অশুভ দিক রাষ্ট্র পরিচালনার পরিপন্থী, তাহার বিনাশ অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীক দিক আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত। এখন মানুষের মধ্যে অশুভ শক্তির প্রভাব চরম মাত্রায় লক্ষিত হইতেছে। দেশকে ভুলিয়া স্বস্বার্থ পূরণের তৎপরতা লক্ষণীয়। দেশের মধ্যে কত বিস্ফোরণ, কত হত্যা, কত নর-নারী অপহরণ, কত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের গোপন পাচার চলিতেছে। যে ভারতে পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের এক সময় যথেষ্ট সুনাম ছিল, সেখানে আজ বিভিন্ন ব্যর্থতায় দেশ ক্রমশঃ বিপদের দিকে আগাইতেছে। কাশ্মীরে বিদেশী অপহরণের উপযুক্ত সুরাহা অদ্যাপি হইল না। দক্ষিণ ভারতে জঙ্গলদস্যু খুশিমত মানুষ অপহরণ করিতেছে। অথচ কোন প্রতিকারই হইতেছে না। দস্যুর শুভবুদ্ধির উদ্রেক করিতে আলাপ-আলোচনা দিনের পর দিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নরহত্যা, বিস্ফোরণ ইত্যাদি ক্রমবর্দ্ধমান। চারিদিকের এই অগ্নিগর্ভ অবস্থার জন্য জনজীবন জেরবার হইতেছে। সরকার শক্তহাতে ইহার অবসান না ঘটাইলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। শাসকপক্ষকে এইজন্য তৎপর হইতে হইবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে শারদ-শুভেচ্ছা, দশেরা শুভকামনা দেশবাসীকে যাহা জ্ঞাপক করা হয়, তাহা যেন নিষ্প্রাণ ও অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস কোথায়? তাই অন্তর দিয়া মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তদনুসারে শুভ শক্তির জাগরণের জন্য আয়োজন করিতে হইবে।

৺বিজয়ার জন্য আমরা সকল রাজনৈতিক দল, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের প্রতি এই আবেদন রাখিতেছি: তাঁহারা জনজীবনের সুস্থতা ও নিরাপত্তার বিধান করুন। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক এবং সর্বসাধারণকে ৺বিজয়ার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

পরিচয়পত্র ও লগবুকে অসংগতি আইনী গলদকেই প্রকাশ করে

[বিড়ি শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণ এবং তাঁদের দৈনিক কাজের হিসাব রাখা এক কঠিন কাজ। অথচ পি এফ সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধানে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিড়ি শ্রমিক আইন অনুসারে এর জন্য লগবুক কিংবা পরিচিতিপত্র প্রবর্তনের কথা বলা হলেও এ ব্যবস্থা বহু গলদে ভরা। এবারে সেই আইনী প্রহসনের কথা।]

ফরাক্কা ব্লকের বেওয়ার বাসিন্দা আবদুল হাকিম এক সময় দিনে দু'হাজারেরও বেশী বিড়ি বাঁধতেন। আজ ৪৫ বছর বয়সেই ক্ষয় রোগ তাঁর ভিতরের দেহযন্ত্রকে ক্রমশঃ অকেজো করে দিয়েছে। তাই টি-বি ক্লিনিকের দরজায় চাতক পাখির মতো চিকিৎসার আশায় নিত্য যাওয়া আসা আবদুল হাকিমের। সম্বল ব্লক অফিস থেকে পাওয়া আই কার্ডের, যা দেখিয়ে অন্ততঃ চিকিৎসাটা বিনা পয়সায় করানো যায়। রোজ তামাক নিয়ে যাদের ওঠাবসা, ক্ষয় রোগকে জীবনের অন্তিম পরিণতি হিসাবে তাঁরা মেনেই নিয়েছেন। আর সে কারণেই পরিচয়পত্র'র গুরুত্বটা তাঁদের কাছে খুবই বেশী। এ পরিচয়পত্র দেবার কথা কোম্পানীর প্রতিনিধি বা সরাসরি কোম্পানির। কিন্তু সরকারী পরিসংখ্যান বলছে গত বছর সারা রাজ্যে ৪ লক্ষ ১৩ হাজার পরিচয়পত্র বিলি হয়েছে, যার মধ্যে ১১৪৫টি দিয়েছেন বিড়ির মালিকরা। আর দু'লক্ষেরও বেশী পরিচয়পত্র বিলি করেছেন রাজ্য শ্রমদপ্তরের কর্মীরা যাঁরা মূলতঃ ব্লক অফিসে বসে এ কাজ করেছেন। লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল-৯৭ নামে রাজ্য সরকারের এই প্রতিবেদনে সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতার প্রশংসাও করা হয়েছে। পরিচয়পত্র বণ্টন বিড়ি শিল্পের একটা পুরোনো সমস্যা যা দীর্ঘদিন ধরেই অমীমাংসিত। সিটুর জেলা সম্পাদক তুষার দে'র মতে মালিকরা শ্রমিক কল্যাণের কোনো দায় না নেবার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত-ভাবে সরকার নির্ধারিত এই সচিত্র পরিচয়পত্র বণ্টনে কোনো উদ্যোগ নেন না। আর বিড়ি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের বক্তব্য কোনো মালিকের পক্ষেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে শ্রমিক চিহ্নিতকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান সম্ভব নয়। এ কাজ মুন্সীদের। তারা এ কাজ করতে আগ্রহী নয়। এভাবেই শিল্পের সংগঠিত অসংগঠিত চেহারার সুযোগ নিয়েই পরিচয়পত্র বণ্টনের দায়িত্ব এখন রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের আর শ্রমিক কল্যাণ দপ্তরের কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে বিড়ি শ্রমিকদের দৈনন্দিন কাজের হিসাব রাখার জন্য বিড়ি শ্রমিক আইন ৬৬ তে যে লগবুক চালু করার কথা বলা আছে তা নিতান্তই অবাস্তব এবং হাস্যকর। শ্রমিকের নাম ও ঠিকানা এবং দৈনিক কাজের পরিমাণ এবং মজুরীর হিসেব সম্বলিত এ লগবুকে সই করার কথা বিড়ি শ্রমিকের। কোম্পানীর নাম নেই, মুন্সীর নাম নেই, কোম্পানীর কোনো দায় নেই এ লগবুকে। তাই সব কোম্পানীই আইন মেনে লগবুক ছাপিয়ে রেখেছেন। নিরর্থক এই লগবুক চালু করা আর চালু না করার মধ্যে কোনো ফারাক নেই। লগবুকে কত পরিমাণ পাতা-মশলার বিনিময়ে কতগুলি কাঁচা বিড়ি শ্রমিকরা তৈরী করছেন এবং তার মধ্যে কতগুলি বাতিল হয়েছে তারও হিসেব থাকা উচিত। না হলে মুন্সীদের মশলা চুরি কিংবা ছিলাই পট্টির নামে মজুরী চুরি রোধ করাও সম্ভব নয়। লগবুক প্রসঙ্গে মহকুমা শ্রম আধিকারিক দেবাশিস্ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন লগবুকের সংশোধন সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব রাজ্য শ্রম কমিশনারের কাছে এ বছরের গোড়ার দিকে পাঠানো হয়। তবে কোনো উত্তর এখনও আসেনি। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় রাজ্য সরকার আইন সংশোধন না করতে পারলেও লগবুকের সংশোধন করতে পারেন। জঙ্গীপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা বেলাল হোসেনও জানিয়েছেন জেলা শ্রম আধিকারিককে লগবুক সংশোধনের প্রস্তাব (শেষ পৃষ্ঠায়)

আখক্ষেত থেকে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা থানার এনায়েতনগর গ্রামের আবু তালেব (২০) এবং শিবতলার তাইবুর সেখ (১৪) গত ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যেয় গান শুনতে গিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি। বাড়ীর লোকজন খোঁজাখুজি করে তাদের কোন সন্ধান পান না। পরদিন মহেশপুরে গঙ্গার ধারের এক আখ ক্ষেত থেকে আবু তালেব ও তাইবুরের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খুনের কোন কারণ জানা যায়নি। পুলিশ সন্দেহবশত শিবতলার নাজিম সেখ নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে।

কর্মীদের পোয়া বারো (১ম পৃষ্ঠার পর)

বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত থাকে অফিস চত্বর কর্মীদের বেতন ও বিদ্যুৎ বিলে নিশ্চয়ই লক্ষাধিক টাকা মাসিক ব্যয় হয় এখানে। অর্থ সংকটের যুগে জনগণের টাকায় ভুতের খরচের প্রয়োজন কি ? এ প্রশ্ন স্থানীয় অনেকের। জয়েন্ট চার্জে থাকা হাসপাতাল সুপার মইনুল হকের কাছে খোঁজ করলে তিনি পরিষ্কার জানান, জোর জবরদস্তি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে জয়েন্ট চার্জ দেওয়া হয়েছে। একে তো তিনি হাসপাতাল নিয়েই সসব্যস্ত। হাসপাতালে নানা সমস্যা তার উপর হাইকোর্টে বেশ কয়েকটি মামলা নিয়ে তিনি একটুও সময় পান না। ঐ অফিসের কাজ দেখবেন কখন ? হেলথ অফিসের কর্মীদের বেতনের বিল, টি এ বিল ও অন্যান্য ব্যয়ের বিলের সঠিক তদারকিও মাঝে মধ্যে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরের উপর নির্ভর করে সই করতে হয় ড্রইং এন্ড ডিসবারসিং অফিসার হিসাবে। এছাড়া সাবজেলের ডাক্তার হিসাবেও দেখভালের দায়িত্ব চাপানো হয়েছে তাঁর ঘাড়ে। হাসপাতাল থেকে ফোনে খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করে দেখা গেছে অফিস টাইমে হেলথ অফিস থেকে কেউ সাড়া দেন না। মুখে বলে, লিখেও কাউকে সজাগ করতে না পেরে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন। এ এক অসহনীয় ডামাডোল অবস্থা। উপরে জানিয়েও কিছু হয় না। ওখানে সব সময়ের জন্য একজন অফিসার দরকার—সেটা স্বাস্থ্যদপ্তরকে বোঝাবে কে ?

গণপ্রহারে একজনের মৃত্যু

আহিরণ ঃ গত ২৯ সেপ্টেম্বর সুতী থানার উমরাপুর গ্রামে বাহাদুর মন্ডল (৩৫) নামে এক গ্রামবাসী গণপ্রহারে ঘটনাস্থলে মারা যান। খবর ঘটনার আগের দিন বাহাদুর মন্ডল গ্রামের দিবাকর মন্ডলকে সাংঘাতিকভাবে মারধোর করলে তাঁকে আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। এর বদলা নিতে দিবাকরের ভাই স্বাধীন দলবল নিয়ে বাহাদুর মন্ডলের উপর চড়াও হলে বাহাদুর গণপ্রহারে ঘটনাস্থলে মারা যান। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

অব্যাহত গতিতে চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস সভাপতি জয়কুমার জৈনও হবিবুর সাহেবের সঙ্গে যোগ দেন। এছাড়া গত ২২ সেপ্টেম্বর লোকনাথ মিশনের পক্ষ থেকে চিড়ে, গুড় বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় বলে জানা যায়। মিঠিপুর সাধারণ গ্রন্থাগারে গত ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা অনুশীলনী ক্লাব ও স্থানীয় যুবকবৃন্দের উদ্যোগে একটি মেডিক্যাল ক্যাম্প খুলে রোগীদের চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ করা হয়। রঘুনাথগঞ্জ জীবনবীমা নিগমের ডেভেলপমেন্ট অফিসার সংগঠন বানভাসি মানুষদের সাহায্যার্থে গত ২৩ সেপ্টেম্বর অরঙ্গাবাদ ও ফরাক্কা শাখার ভারত সেবাশ্রম সংঘ কর্তৃপক্ষের হাতে ওষুধ ও অর্থ তুলে দেন। একইভাবে ২৫ সেপ্টেম্বরও ঐ সংগঠন ভারত সেবাশ্রম সংঘের ছোটকালিয়ায় শাখাকেও বেশ কিছু অর্থ দেন বলে ঐ সংগঠনের স্থানীয় সম্পাদক অরুণ দাশ আমাদের জানান। গত ২৩ সেপ্টেম্বর অল বেঙ্গল টিচারস্ এ্যাসোসিয়েশন মিঠিপুর অঞ্চলের বন্যা কবলিত মানুষদের সাহায্যার্থে একটি শিবির খোলেন। সেখানে ডাঃ তাপস ঘোষ ও ডাঃ বজলে আমেদ দুর্গতদের চিকিৎসা করেন। টিচারস্ এসোসিয়েশন থেকে ওষুধপত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ৫ অক্টোবর বাহুরা প্রাইমারী স্কুলে ঐ সংস্থা থেকে চিকিৎসা শিবির খোলা হয়। সেখানে ডাঃ আসামুদ্দিন বিশ্বাস ও ডাঃ বজলে আমেদ সহায়তা করেন।

॥ এক জাতি, এক আকাঙ্খা আর একই লক্ষ্য..... ॥

একজন ভারতীয় হওয়ার অর্থ, নব্বই কোটি মানুষের আবেগ আর আকাংখার মধ্যে এক হয়ে যাওয়া।

এক হয়ে যাওয়া এক বিশাল গতিপ্রবাহের সঙ্গে, যার মধ্যে অবয়ব পাচ্ছে স্বাধীনোত্তর ভারতের নতুন মুখ।

একজন ভারতীয় হিসেবেই তাই আমরা এক হয়ে যাই কৃষি, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বা শিক্ষাক্ষেত্রে—এই দেশের এক একটা বিরাট পদক্ষেপের সঙ্গে।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই ঐতিহাসিক লগ্নে আসুন আমরা নতুন করে নিই স্বাধীনতার শপথ। আগামী শতকের দিকে আমরা পা বাড়াই—এক জাতি, এক প্রাণ হয়ে—আবার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

॥ ভারতের স্বাধীনতার আর সংহতির সুবর্ণ জয়ন্তী।

Memo No : 921 (32) Inf/Msd. Dated : 7. 9. 98

বিজ্ঞপ্তি

তপশিলী জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিকোত্তর/স্নাতক/স্নাতকোত্তর/বি. এড/পি. টি. টি/ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যায়ে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তি প্রদানের বিজ্ঞপ্তি।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই বৃত্তি দেওয়া হবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় লালবাগ ও জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের অফিস, কান্দি বি. ডি. ও অফিস এবং প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা মঙ্গল আধিকারিক-এর করণ, নতুন প্রশাসনিক ভবন (৪০৭ নং ঘর) বহরমপুর হইতে এই বৃত্তির জন্য "অধিকার পত্র" (ENTITLEMENT CARD) আগামী ৬ই অক্টোবর ১৯৯৮ তারিখ থেকে শুরু হবে এবং ঐ কাজ আগামী ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত চলবে। বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

১৬-৯-৯৮

মনমোহন ঘোষ
P. O. Cum D. W. O.
Backward Classes Welfare
Murshidabad

Memo No. 940 (4) Inf/Msd. Date 23. 9. 98

কুষ্ঠনিবারণ কর্মসূচীতে পৌরসভা

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গীপুর পৌরসভা এলাকায় স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ও পৌরসভার সহযোগিতায় কুষ্ঠরোগ নির্ণয় ও নিবারণের উদ্দেশ্যে বাড়ী বাড়ী গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী ও পৌর এলাকার যুবক-যুবতীরা সার্ভের কাজ চালান। পৌর এলাকায় মোট ৩৮ জন কুষ্ঠ রোগীকে চিহ্নিতকরণ করা হয়। স্থানীয় সদরঘাটে স্বাস্থ্য দপ্তর বিনামূল্যে ঐ সব রোগীদের চিকিৎসার সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দেবেন বলে জানা যায়। পৌরসভার পক্ষে এই কর্মসূচীর দায়িত্বে ছিলেন কমিশনার শত্রুঘ্ন সরকার। এছাড়াও ১৯৯৮-৯৯ বর্ষে পৌর এলাকায় পালস্ পোলিও কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের দায়িত্বেও শ্রীসরকার আছেন বলে জানা যায়।

পথচারীদের নাজেহাল অবস্থা (১ম পৃষ্ঠার পর)

এলাকার মানুষ ভীষণভাবে উপকৃত হচ্ছে। তবে সম্প্রতি ঐ রাস্তার বংশবাটী ও হিলোড়া গ্রামের মধ্যে ময়দানদীঘি এলাকায় সন্ধ্যের অন্ধকারে ট্রেকার থামিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে ছিনতাই শুরু করেছে কিছু দুষ্কৃতি। গত ১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে ৬-৩০ নাগাদ যাত্রী বোঝাই ট্রেকারটি রঘুনাথগঞ্জ থেকে বংশবাটী যাবার পথে ময়দানদীঘি এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতি ট্রেকার লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লে বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। ট্রেকারটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই সুযোগে দুষ্কৃতিরা যাত্রীদের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যায়। আহত যাত্রীদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুতী থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করে যায়। নিরাপত্তার অভাবে ঐ অঞ্চলের মানুষ নিশ্চিন্তে চলাচল করতে পারছেন না। তাই তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ও পুলিশ অফিসারের কাছে লিখিতভাবে এই পথে চলাচলে নিরাপত্তা দাবী করেছেন।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ

প্রকাশিত হয়েছে।

দাম : ১৫ টাকা

পরিচয়পত্র ও লগবুকে অসংগতি (২য় পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হয়েছে। আর মালিকপক্ষের বক্তব্য তাঁরা আইন মেনে কাজ করছেন। আইনের অসংগতি দূর করার দায় তাঁদের নয়। এই পরিস্থিতিতে বিড়ি শিল্পের বহু বকেয়া সমস্যার সমাধানে পরিচয়পত্র এবং লগবুকের অসংগতি সংশোধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। না হলে বিড়ি শ্রমিকদের কল্যাণের সব প্রকল্প খাতা কলমেই থেকে যাবে। বিড়ি শ্রমিকরা তার নাগালও পাবেন না।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

সততাই আমাদের মূলধন

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মন্ডিয়া সম্পাদক